৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯২ এবং ভারতের নগর স্থানীয় সরকারের ওপর এর প্রভাব

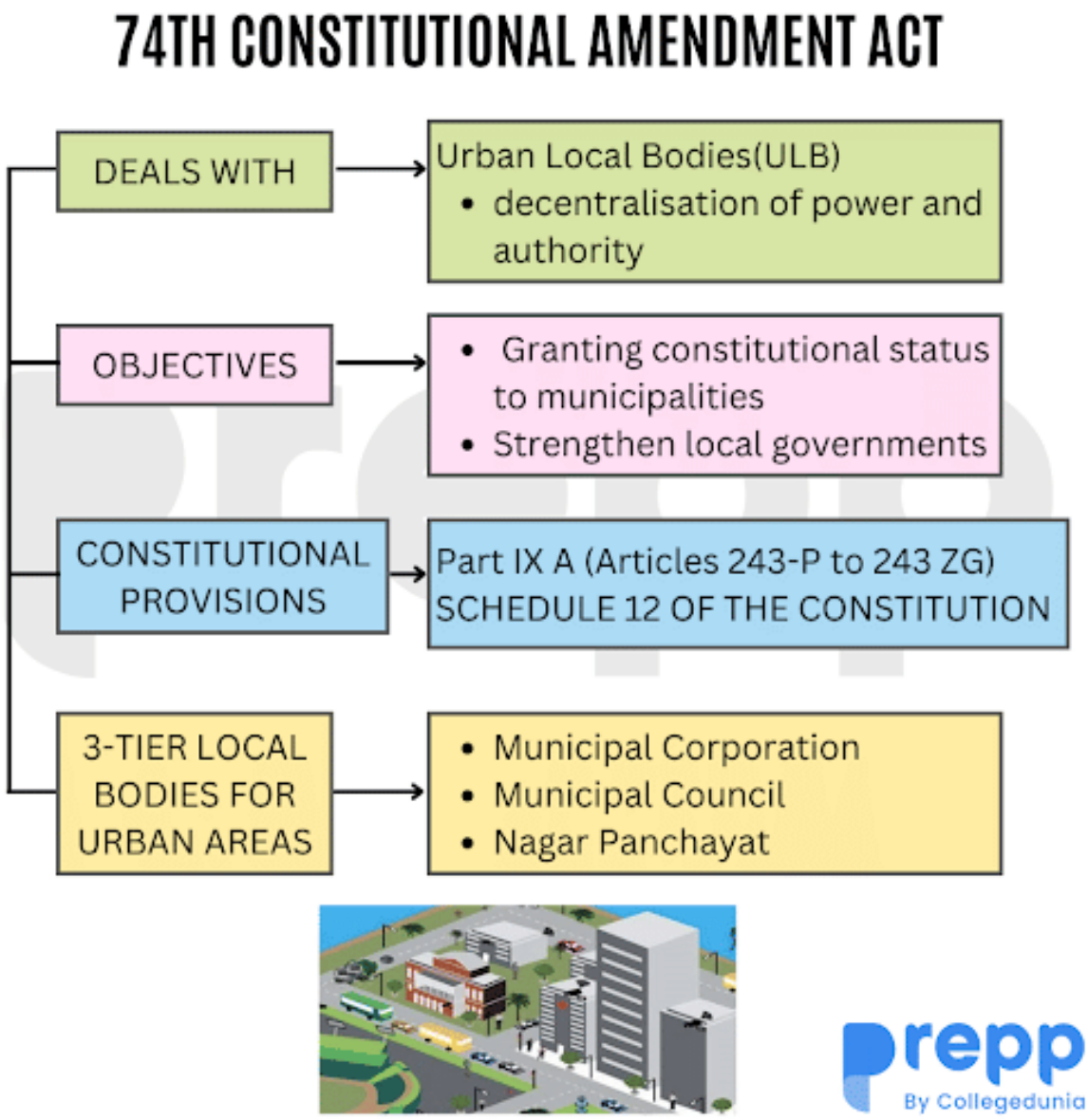

Administrative structure of India

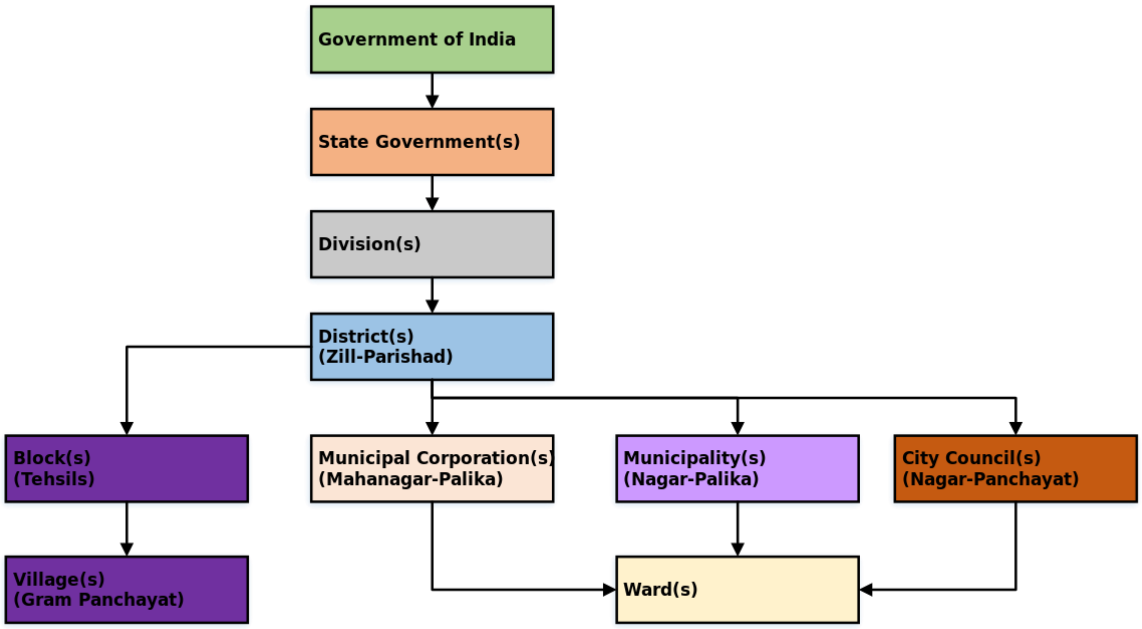

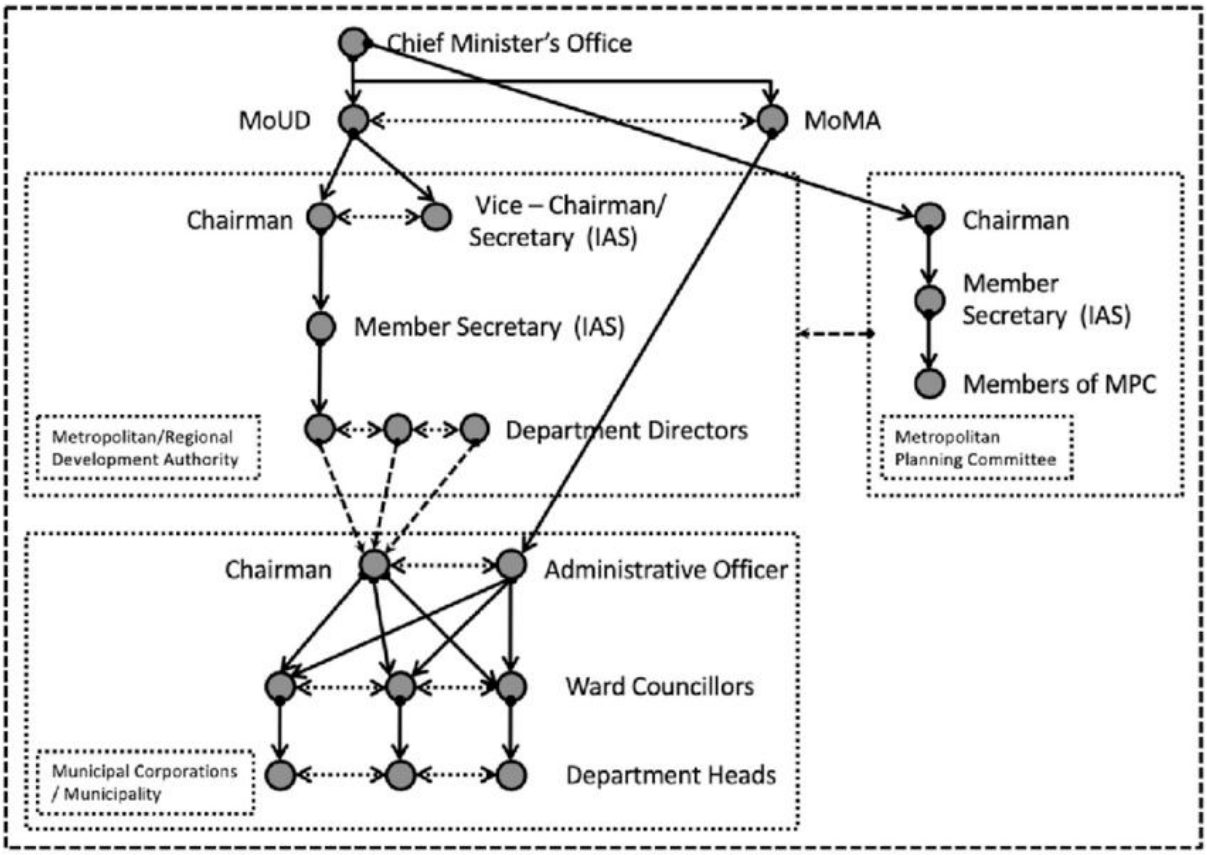

MoUD – Ministry of Urban Development,

MoMA – Ministry of Municipal Affairs, IAS – Indian Administrative Service

Command & Control Collaboration & Cooperation Technical Cooperation

ভূমিকা

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ** এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে নগর স্থানীয় সরকারগুলি (Urban Local Bodies) রাজ্য সরকারের ইচ্ছানির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কাজ করত। তাদের স্থায়িত্ব, ক্ষমতা, নির্বাচন এবং আর্থিক স্বাধীনতা ছিল অনিশ্চিত। এই সমস্যাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে **১৯৯২** সালে প্রণীত হয় **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন**, যা **১৯৯৩** সালের **১** জুন থেকে কার্যকর হয়। এই সংশোধনী নগর স্বশাসন ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদান করে এবং নগর শাসনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের পটভূমি

স্বাধীনতার পর সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে (অনুচ্ছেদ ৪০) স্থানীয় স্বশাসনের কথা উল্লেখ থাকলেও, নগর স্থানীয় সরকারগুলির জন্য কোনো বাধ্যতামূলক সাংবিধানিক কাঠামো ছিল না। ফলে—

- বহু রাজ্যে নিয়মিত পৌর নির্বাচন হতো না
- পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে দেওয়া যেত সহজেই
- আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সীমিত ছিল

এই প্রেক্ষাপটে **L.M. Singhvi কমিটি** স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ৭৩তম (গ্রামীণ) ও ৭৪তম (নগর) সংশোধনী আইন প্রণীত হয়।

৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য

এই আইনের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো—

1. নগর স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান
2. নগর প্রশাসনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা
3. নগর উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

4. আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন জোরদার করা

5. দ্রুত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা

৭৪তম সংশোধনী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সাংবিধানিক স্বীকৃতি (Part IX-A)

এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে **নবম-ক ভাগ (Part IX-A)** যুক্ত হয়। এতে **অনুচ্ছেদ ২৪৩P থেকে ২৪৩ZG** অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে নগর স্থানীয় সরকার সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে এবং রাজ্য সরকারের ইচ্ছামতো বিলুপ্ত করা কঠিন হয়ে যায়।

২. নগর স্থানীয় সরকারের প্রকারভেদ

৭৪তম সংশোধনী আইন তিন ধরনের নগর স্থানীয় সরকার নির্ধারণ করেছে—

1. **নগর পঞ্চায়েত** – রূপান্তরধর্মী এলাকা (গ্রাম থেকে শহর)
2. **পৌরসভা (Municipality)** – ছোট ও মাঝারি শহরের জন্য
3. **পৌর নিগম (Municipal Corporation)** – বড় শহরের জন্য

এতে নগরের আকার ও জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে।

৩. ওয়ার্ড কমিটি

৩ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যার শহরে **ওয়ার্ড কমিটি** গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ওয়ার্ড কমিটি—

- নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়ায়
- স্থানীয় সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে
- পৌর প্রশাসনকে আরও জবাবদিহিমূলক করে

৪. নিয়মিত নির্বাচন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন

৭৪তম সংশোধনী আইন অনুযায়ী—

- প্রতি **৫ বছর অন্তর পৌর নির্বাচন** বাধ্যতামূলক
- নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব **রাজ্য নির্বাচন কমিশনের** ওপর ন্যস্ত
- পৌরসভা ভেঙে দিলে ৬ মাসের মধ্যে পুনর্নির্বাচনের বিধান

এতে নগর গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয়েছে।

৫. সংরক্ষণ ব্যবস্থা

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নগর স্থানীয় সরকারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে—

- তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ
- **মহিলাদের জন্য কমপক্ষে ৩৩% আসন সংরক্ষণ**
- অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা রাজ্যের ওপর

এই ব্যবস্থা নগর রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

৬. আর্থিক ক্ষমতা ও রাজ্য অর্থ কমিশন

প্রতিটি রাজ্যে **রাজ্য অর্থ কমিশন** গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা—

- পৌর সংস্থার আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে
- কর আরোপ ও রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে সুপারিশ করে
- রাজ্য ও পৌর সংস্থার মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে

এর ফলে নগর স্থানীয় সরকারের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৭. দ্বাদশ তফসিল

৭৪তম সংশোধনী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো **দ্বাদশ তফসিল** সংযোজন। এতে নগর স্থানীয় সরকারের জন্য **১৮টি কার্যাবলি** নির্ধারিত হয়েছে, যেমন—

- নগর পরিকল্পনা
- ভূমি ব্যবহার ও ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ

- জল সরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
- নগর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

৮. মহানগর ও জেলা পরিকল্পনা কমিটি

- **মহানগর পরিকল্পনা কমিটি (MPC) :** বড় মহানগরের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য
- **জেলা পরিকল্পনা কমিটি (DPC) :** গ্রামীণ ও নগর এলাকার সমন্বিত পরিকল্পনার জন্য

এতে পরিকল্পনায় সমন্বয় ও বাস্তবতা নিশ্চিত হয়।

নগর স্থানীয় সরকারের ওপর ৭৪তম সংশোধনী আইনের প্রভাব

১. নগর গণতন্ত্রের বিকাশ

এই সংশোধনী নগর এলাকায় গণতান্ত্রিক শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। নাগরিকরা এখন নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাচ্ছেন।

২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

রাজ্য সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেয়ে নগর প্রশাসনে **স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা** বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে—

- নগর প্রশাসনে নারীর উপস্থিতি বেড়েছে
- তফসিলি জাতি ও উপজাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে

৪. উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় চাহিদার প্রতিফলন

ওয়ার্ড কমিটি ও MPC-এর মাধ্যমে শহরের প্রকৃত সমস্যা ও চাহিদা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

৫. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

নিয়মিত নির্বাচন, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং আর্থিক কমিশনের সুপারিশের ফলে নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা বেড়েছে।

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

যদিও ৭৪তম সংশোধনী আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবুও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে—

- অনেক রাজ্যে দ্বাদশ তফসিলের সব বিষয় হস্তান্তর হয়নি
- আর্থিক স্বনির্ভরতা এখনও সীমিত
- আমলাতান্ত্রিক প্রভাব প্রবল
- মহানগর পরিকল্পনা কমিটি অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর নয়

উপসংহার

৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯২ ভারতের নগর প্রশাসনে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি নগর স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদান করেছে এবং তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেছে। তবে দ্রুত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন—

- প্রকৃত ক্ষমতা ও অর্থ হস্তান্তর
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন
- রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নাগরিক সচেতনতা

তবেই নগর ভারত একটি **কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর শাসনব্যবস্থা** গড়ে তুলতে পারবে।